

ভারতে পরিবেশ আন্দোলন

স্বাধীনতা পূর্ব ভারতে সামাজিক আন্দোলনের দীর্ঘ ঐতিহ্যে জনসংগঠন আন্দোলন (বঙ্গীয় উদ্ভিদ) পরিবেশকে কেন্দ্র করে নতুন সামাজিক আন্দোলন ন্যায়নৈতিক অঙ্গনকে বৃহত্তর পরিধারে সুরক্ষিত হয়। ভারতের পরিবেশ আন্দোলনের মূল্যবান ও উদ্ভিদ) মূল পরিবেশের অবনমন ও ধ্বংস রোধ, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সুসম্বন্ধ স্থাপন, প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার এক দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্যে উন্নয়ন গড়ে তোলার।

ভারতে গত শতাব্দীর আরম্ভের দশক থেকে পরিবেশ অবনমন ও ধ্বংসের উদ্ভিদ) জনিত উদ্ভিদ) থেকে এক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে পরিবেশ আন্দোলন গড়ে ওঠে। ভারতে পরিবেশ আন্দোলন কখনও না কখনও ভারত মানুষের পরিবেশের আন্দোলন এর অনেক অসম্পর্কিত বিষয়কে তুলে ধরেছে।

আজকের ভারতবর্ষে জল-জল-জলি জল অ. গ্রাম সুরক্ষিত সামাজিক মুক্তি অ. গ্রাম নয়, এই আন্দোলন একচেটিয়া কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা বহির্ভূত আন্দোলনের আন্দোলনের প্রাথমিক রাজনৈতিক চর্চা, আন্দোলনবাহীরা এখানে নিজেদের চরম বাস্তবতা কথা বলছেন না, অর্থনৈতিক অস্বস্তির দাবি তুলছেন না, জল-জল-জলি জল আ. মানুষের আর্থ একসাথে বেঁচে থাকার আন্দোলনের কথা, জীবন ধারণের এতদিনকার পরামর্শ দি' বিষয় বাস্তব খাত সুরে কথা বলছেন।

ভারতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবেশ আন্দোলন হলো :

১. বিজালপুর আন্দোলন, ২. চিপকো আন্দোলন, ৩. আহলেমুহ
৪. ত্রাশিল আন্দোলন, ৫. জল-জল-জলি আন্দোলন, ৬. আশ্বিনী আন্দোলন,
৭. নন্দীয়া ঝাঁড় আন্দোলন, ৮. রত্নবি ঝাঁড় নির্যাস বিতর্ক (উত্তরাঞ্চল),
৯. ময়ূরভাঙ্গী আন্দোলন, ১০. জল ধরা আন্দোলন।

১৯৮৫ সালে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মাওলা মজিবুল হক অফিস গুরু
 মহারাজ জাম্বাজী (Guru Maharaj Jamlaji) লেখা
 বিজ্ঞপ্তিতে আন্দোলন শুরু করার অংশে চুক্তির বিবরণে, বিজ্ঞপ্তিতে-গণ
 ছিলেন অস্বাভাবিক প্রকৃতি উপস্থিত। উদ্দেশ্যে লেখকের প্রথম পরিবেশবাদী
 বলা যেতে পারে।

বাস্তু গোষ্ঠির দিক থেকে অমূল্য কোম্পানির আর্টলেট জামলি অফিসে সুপ্রী
 নদীর ওপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণের জন্য অর্ন্তলেট জামলি
 আন্দোলনের অঙ্গপাত্র। ১৯৭০ সালে কোম্পানি এই আন্দোলন গড়ে ওঠে।
 গাওঁ জাতীয় আন্দোলনের দশকে বিজ্ঞপ্তির গাওঁপাশ ও কুমিল্লা-এ গুরুত্বপূর্ণ
 চিপায় আন্দোলন আঁগঠিত হয়। চিপায় আন্দোলনের প্রধান কারণ ছিল
 স্থানীয় আঁগঠন ও অংশের নিষিদ্ধে বিজ্ঞপ্তির (দেও মার্চে) অংশে অংশের
 আঁগঠন ও কুমিল্লা নিষিদ্ধে আঁগঠন। উল্লিখিত অফিসের গাওঁপাশ অংশে
 গাওঁপাশের ২২০০ দিবে জড়িয়ে বঁগে অংশের কুমিল্লা থেকে
 বঁগে বঁগে।

লেখকে পরিবেশ আন্দোলনগুলির মধ্যে একটি অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন
 নদীর ধাঁচ ও আন্দোলন। এই বঁগে বঁগে নির্মাণের বিজ্ঞপ্তির কুমিল্লা
 ১৯৮৫ সালে লেখক পড়েন এবং বঁগে এই আন্দোলন গড়ে ওঠে।

লেখকে পরিবেশ আন্দোলনগুলিতে যে অংশে বঁগে উল্লেখযোগ্য
 উল্লেখ পালন করেছেন তা বঁগে পরিবেশ আন্দোলনকারীর
 নাম পরিচিত লেখক হলেন - বঁগে অংশে, অংশে বঁগে, অংশে বঁগে,
 অংশে বঁগে, সুপ্রী প্রকল্পে অংশে।

আব্দুল জামান নাঈব